শূন্য সময়

শূন্য সময়

হানযালা হান

শূন্য সময়
হানযালা হান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
দেওয়ান আতিকুর রহমান

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

Shunno Shamay by Hanzala Han Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 175 Taka RS: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98456-3-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

এমন পাখি কি আছে, যার পালক কোনোদিন খসেনি? এমন বৃক্ষ কি আছে, যার পাতা কোনোদিন ঝরেনি? এমন নদী কি আছে, যার পার কোনোদিন ভাঙেনি? এমন সূর্য কি আছে, যা একবারও মেঘে ঢাকেনি? এমন বাতাস কি আছে, যা কোনোদিন বাধা পায়নি? এমন মানুষ কি আছে, যার হৃদয়ে একবারও দুঃখ আসেনি?

যে দৃশ্য কেউ দেখেনি, সেই দৃশ্য দেখা যায়; যে সুর কোথাও বাজেনি, সেই সুর শোনা যায়; এ এক আশ্চর্য কথা, যা কেউ বলেনি, অথচ সবাই জানে—বেঁচে থাকার একটা যন্ত্রণা আছে;

যে বর্ণ কথা বলতে পারে না, সে ভাষা হয়ে ওঠে; যে বর্ণ চোখে দেখে না, সে দৃশ্য তৈরি করে; যে বর্ণ শুনতে পায় না, সে হয় শ্রবণবাহক; যে বর্ণের ঘ্রাণ নেই, সে সুগন্ধি ছড়ায়; যে বর্ণের ক্ষুধা নেই, সে খাবারের নাম বলে দেয়; যে বর্ণ বোধবুদ্ধিহীন, সে বোধের সহায়; যে বর্ণের প্রাণ নেই, সে আত্মা ধারণ করে; নাবলা অদৃশ্য অশ্রুত অবোধ্য এক ভাষা—সেই আমার পথপ্রদর্শক, যে ধরা দিয়েছিল—সে দূরে চলে যায়, যে ছিল কণ্ঠলগ্না—সে হয়ে ওঠে হন্তারক;

রাজধনেশের পাখা ঝাপটানোর শব্দ শুনি—কোনো পাখি দেখি না; মেঘের গর্জন শুনি—বৃষ্টি পড়ে না; কথার প্রতিধ্বনি শুনি—কোনো উপত্যকা খুঁজে পাই না; প্রবল বাতাস বয়—ঝড় ওঠে না; পূর্ণিমা রাতের আবহ আসে—কোনো চাঁদ চোখে পড়ে না; অরণ্যের শীতল নীরবতা শুনি—কোনো বৃক্ষ দেখি না; নাকে সুঘ্রাণ পাই—কোনো ফুল ফোটে না; হিম হিম কুয়াশা পড়ার শব্দ শুনি—শীত আসে না; জন্মান্ধের ন্যায়—আলো নেই, ছবি নেই, কেবল ধ্বনিরা এসে ভিড় করে, অনুভূতিরা এসে স্বপ্ন বানায়; ফুলের পাপড়ি মেলার আওয়াজ পাই, ভোরের আলো ফোটার শব্দ শুনি, দুপুরের রোদ ঝলমল করে হেসে ওঠে, ওই যে মেঘ ভেসে বেড়ায়—সেও জানান দেয় রৌদ্রছায়ার খেলায়, সন্ধ্যারানি অন্ধকারের শীতল পর্দা নামায়, মধ্যরাতে সুনসান নীরবতায় আমি অন্ধ জোনাকির ন্যায় বৃক্ষমাতার চারপাশে বন্দনা গাই;

কী রঙের পদ্ম ফোটে নন্দন বাগানে? কতটা গন্ধ ছড়ালে পূর্ণিমা রাতে চাতকের বিরহ জাগে? বিষণ্নবাহারের পাতায় কী কী বিরহ লেখা থাকে? আত্মঘাতী তিমিদের দুঃখ কতটা শিল্পোত্তীর্ণ? জীবনের প্রতি কতটা বিতৃষ্ণা থাকলে ব্যর্থতার গ্লানি গ্রাস করে? এই যে দিন, একটা দিন, তা কি চিরকাল এক থাকে? তবে কীসের জন্য মানুষ তার জীবনকে অপচয় করে?

অনন্ত পথের শেষে যদি আরও পথ থাকে, তবে সেখান থেকে চলো শুরু করি; যদি তুমি জানতে চাও পাকা ডাবের কথা তবে তা আর ডাব থাকে না, হয় ঝুনা নারকেল, এই তার ভাগ্য—সে খণ্ডাতে পারে না, তবে তার ভেতরের পানি আরও মিষ্ট হয়; গোলাম সে চিরকাল গোলাম, যেমন তাসের গায়ে আঁকা; অথচ আকাশের সন্ধ্যা তারাটিও স্থান বদল করে, মেঘ চঞ্চল, সূর্য সদা ঘূর্ণমান, চন্দ্র চক্রশীল, সমুদ্র বেগবান, যেমন সকাল চিরকাল সকাল থাকে না, দুপুর বিকেল সন্ধ্যা হয়, জোয়ার আসে ভাটা হয়; বদলে যায় ঋতু—শরীর, মানুষের মন;

এক ঝুমকোলতা ফুলের কাছে প্রেম নিবেদন করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বটবৃক্ষ, ফুল শর্ত দেয়—পারদের ঝরনায় স্নান করে আসতে হবে; বৃক্ষ তো স্থির—চলৎশক্তিহীন, দেবতাদের তুষ্ট করে সে পেয়ে যায় ডানা, বের হয় ঝরনার খোঁজে, দুধের ঝরনার দেখা মেলে যত্রতত্র, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত বস্তু? সে যে অগম্য, অধরা; এই-ই জগতের রীতি—যা তুমি চাইবে, তা পাবে না; জল স্থল স্বর্গ নরক আকাশ পাতাল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পারদের নদী পেল না, একটা স্রোতস্বিনী বানানোর প্রকল্প নিল, কিন্তু তাতে ওঠে কেবল মধু, পারদ তো ওঠে না, শেষে সে অমরাবতীতে পারদের কারাখানা গড়ে, আর সেই ফুল তত দিনে হয়ে গেছে এক ফলবতী তরুণী—অন্য কারও ছায়া, এই সব বৃথা ব্যর্থতা থেকে যুবক শিখে নিয়েছে জীবনের মন্ত্র, বেঁচে থাকার মন্ত্রণা, তবু তাকে গ্রাস করে এক নীরব যন্ত্রণা—কথা দিয়ে কেন মানুষ কথা রাখে না?

কমলালেবুর রসালো কোয়ার সোনালি আবরণের ন্যায় যার ত্বক, সেই তরুণীর কথা মনে পড়ে, পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য তার কাছে ম্লান হয়ে যায়; কেন সে কথা বলেনি? কেন সে নেয়নি তার কাছে? কেন সে পর করে দিল? এই সব দেখে দেখে আকাশের জ্যোতিষ্ক খসে খসে হয়ে গেছে জোনাক পোকা; যন্ত্রণার চেয়েও গভীর এক ক্ষত, এমন আঘাত আমি আর পাইনি জীবনে; এই বিরহব্যথা অজ্ঞাত রোগের ন্যায় শরীরে বাসা বেঁধেছে, মৃত্যুও পারবে না সে দুঃখ তাড়াতে;

রাতের পর ভোরের সূর্য ওঠেনি, ঘন কালো মেঘ ঢেকেছে আকাশ, কোথাও বর্ষণ হয়নি, আবহাওয়া অফিস ঘোষণা করেছে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত, লোকালয় ছাড়েনি কোনো নৌযান, জাহাজগুলো ফিরেছে মাঝ সমুদ্র থেকে, নাবিকেরা বাড়ি ফিরেছে, বাৎসল্য ও রতিরস বাসা বেঁধেছে, গাছে গাছে পক্ষীদের চিৎকার, শিশুরা ভ্যাপসা গরমে কাঁদছে, অতলান্তিক নাকি আটলান্টিক মহাসাগরে জমাট বেঁধেছে মেঘ, পুঞ্জিভূত মহাশক্তিশালী, আকাশে পথ হারিয়েছে অসংখ্য খেচর—এই যদি হয় মানুষের সাধ্যের সীমা, আর কত দিন গেলে পৃথিবীর পরিণত বয়স হবে?

আম পাকলে রস, জাম পাকলে রস—মিঠা রে
মানুষ পাকলে তিতা, সব রস—শুকায় রে...

রক মেটাল হার্ড র‍্যাপ, নিউক্লিয়ার ডিটেক্টর আর সাইকোডেলিক ডিক্টেটর; এই আমাদের শহর নগর বিশ্বগ্রাম, কেবলি আনন্দ, জগৎ আনন্দময়, এই নিরানন্দ দিনে; রাজার ছেলে রাজা, ভাগ্য বলে ভাগ্য, এই পুরনো রাজতন্ত্র নতুন গণতন্ত্রের মোড়কে, কেউ কেউ দেখো টাকার পাহাড় বানায়, এভারেস্ট চূড়া ছাড়িয়ে যায় খ্যাতি, আর আমাদের জেলেবউ ঘুঁটেরানি তাঁতিবউ একবেলা আহার করে আরেক বেলা উপোস থাকে; যমুনার জলে আর মাছ পাওয়া যায় না, মাছ পাবে কি? পানিই নাই; যারা শপথ নিয়েছিল মানুষের ভাগ্য বদলে দেওয়ার, তারা অ্যাকোয়ারিয়ামে রঙিন মাছের মুখ থেকে বের হওয়া বুদবুদ গণনা করে—এই তার ভবিষ্য, সে খণ্ডাতে পারে না;

দিনটা ছিল মায়ান ক্যালেন্ডারের সমাপ্তি, যদি আর ভোর না হয়? যদি থেমে যায় মহাচক্র? সূর্য ও আর আর জ্যোতিষ্ক যদি রাগী ষাঁড়ের ন্যায় মাথা কোটে কৃষ্ণবিবরে? তেঁতুলিয়া নদীতে রঙধনু দেখে শুশুকছানা টুপ করে জলের মধ্যে ডুবে যায়, নদীর মধ্যে দেখো কত শত রঙ বিবর্ণ হয়ে আসে; জারুল জামরুলের ন্যায় এক ফল—তবু সে ফল নয়, কেবলি দেখতে ফলের ন্যায়, মাকাল—তাই তার গল্প আর এগোয় না; ফুলের বাগানে ফোটে সবজি, খামারে মানবপ্রজনন কেন্দ্র, কারখানায় সংবেদনশীলতা; আর কতটা চিন্তাহীন হলে মানুষ পশুত্ব স্বীকার করবে? মন মরে গেলে মানুষ মরে যায়;

খুন না করেও খুনের আসামি, ফাঁসির আদেশ হয়েছিল, মাফ হয়নি, সাজাও কমেনি, শেষ ইচ্ছা জানতে চাওয়া হয়েছিল, বলেছিল সে—

বাঁচতে চাই; এ বড় হাসির কথা, তবু কেউ হাসে না; এ বড় কান্নার কথা, তবু কেউ কাঁদে না; কঠিন সত্য এ, তবু হায়—কে কবে মরতে চায়? পুরোহিত এসেছিল—'এ জগতে কেউ চিরদিন বাঁচে না, সবাই মরে, কেউ আগে কেউ পরে, অদৃশ্য দৃশ্য পাপের জন্য বরং অনুশোচনা করো, খোদার ওপর রাখো বিশ্বাস, তিনি বাঁচান মারেন;' আসামির মনে প্রশ্ন, 'খোদা কি মৃত্যুদণ্ড রদ করতে পারেন না?'

বাইরে বাতাস নেই, অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, গুমট গরম, অথচ কয়েদখানার ভেতরে ঝিরঝিরে বাতাস; সবাই বাঁচতে চায়, কিন্তু সবার আবেদন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় না; তবে কেন এ জীবন? এরই নাম ব্রহ্মাস্ত্র?

একটা চালতা ফুল ফুটেছে, সেই ফুলের ঘ্রাণ আমি পেয়েছি, গাছের সব ডাল-পাতা তাকে নিরাপদে রেখেছে, দু-একটি জলকণা তাঁর সৌন্দর্য ম্লান করে দিয়েছে, রোদ এলে এই জলচিহ্ন মুছে যাবে; আয়োনীয় দেবীর ন্যায় এক সাদামাটা নারী দজলা নদীর তীরে এক বিকেলে মরুভূমি থেকে উড়ে আসা বাতাসে তার চুল শুকায়, এই ভেজা চুলের রমণীরা বহু বছরের কলা সঞ্চয় করে রাখে, আর তার পাশে পার্বত্য যুবকেরা তাদের হিংসা সমর্পণ করে, তাদের মনে বোধোদয় ঘটে—সংঘর্ষ না, প্রেমের পথে হতে পারে জীবনের আসল বিজয়, যুদ্ধ জয়ের চেয়ে বিনারক্তে কে না চায় বিজয়ী হতে? যদিও মানুষের মন সারক্ষণ তীব্র সংকট ও দ্বিধায় লড়াই করে বাঁচে;

সদ্য পাকা মসৃণ লাল টকটকে কাটা আপেলের ন্যায় সাদা পৃষ্ঠা, এই পাতায় লিখতে হবে বৃক্ষের জীবন ইতিহাস, কিন্তু নবীনা বৃক্ষ এক কোমল কচি পাতার ন্যায় সদা চঞ্চল, তাড়িত বায়ুর সাথে তার সখ্য, কী চায় তা সে জানে না, ফলত গৌতম বুদ্ধ তার জন্য বর দিতে চান, কিন্তু বালিকা একটা খাঁচার মধ্যে পোষা ময়নার মতো কেবল বিষণ্নতার গান গায়, স্বমেহন আত্মরতি চরম পুলকে সে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা পরিহার করে; রাত জাগা পাখিরা যেমন কেবল থেমে থেমে ডেকে চলে—এরাও তেমন কিছুক্ষণ পরপর সাড়া দেয়; একটি অনিন্দ্য ঘাস ফড়িংয়ের পাখনা খসে পড়ার শব্দ শুনি, পরক্ষণে দেখি—সে মাটিতে পড়ে আছে, নিঃসার নিষ্প্রাণ, মিসরের মমির গোপন বর্ণমালার ন্যায়;

ক্রোধ ক্রুদ্ধ, আর এক ইচ্ছা—লুকানো, আধো-অন্ধকার, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে মাবুদ; আর দেখো এই সকালবেলা—মেঘের

তাণ্ডবে চারপাশ ঘোর অন্ধকার, তবু মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, হেকমত চৌধুরী মারা গেছেন, কণ্ঠ মোলায়েম করে ঘোষক বলে—বড় ভালো লোক ছিল, কারও কোনো ঋণ থাকলে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন; বয়সকালে সে কতজনের বিকেলের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে, আপাতত সবাই ভুলে চোখের পানি ফেলছে, আহা, লোকটা দানশীল ছিল; এই এক চক্রব্যূহ, এমন নিদারুণ দিন;

বহু দূরে কাঠবাদাম পাহাড়ে ঝড় শুরু হয়েছে, শোঁ শোঁ বাতাস কেবল ভেসে আসছে, বন্য হাতির শুঁড়ের ন্যায় এক অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসলীলা চলছে, মানুষের মনে এমন ঝড় বয়ে চলে সর্বক্ষণ, এই ঝড় কখনো কখনো বয়ে আনে মসলিন কাপড়ের ন্যায় নিবিড় বেদনায় বোনা দিন, হয়তো তারও কোনো অর্থ প্রতিরাতে অন্ধকারে কুয়াশা হয়, কিন্তু সবুজহলদে ম্যাকাও সেই সব অর্থ অনর্থ নিয়ে কোনো কালে কোনো কিছু ভাবেনি, বৃক্ষের শাখায় তারা থেকেছে, শিকড় কী করে মাটি থেকে খাবার সংগ্রহ করে তা তারা জানে না; পুকুরে ঢিল ছুড়লে মনে ঢেউ ওঠে, বৃক্ষের প্রতিচ্ছবিটাও কাঁপে, বৃক্ষ কাঁপে কি?

এক বিষাদের মরুভূমি দাবড়ে বেড়াচ্ছে কষ্টের সাদা ঘোড়া, কালো জাদুকরেরা অমাবশ্যা পূর্ণিমা ভুলে প্রতিটি রাতের অন্ধকারকে ধূপের গন্ধে ভরিয়ে তুলছে, সরল মন নারীদের হৃদয়ে আসন পেতেছে হিংসার দেবী; এক নারী খড়্গ হাতে আততায়ীর ন্যায় আমায় তাড়া করে, সে আমাকে গ্রহান্তরের পথে যেতে বাধা দেয়, আর আমি তাকে মনে করতাম এক সুগন্ধি পুষ্পমাত্র, সে আসলে এক বিষাক্ত তির, মধ্যরাতে বের করে তার নীল ছুরি, অনায়াসে বসিয়ে দেয় আমার হৃদযন্ত্রে; আর পরদিন ভুলে যাই সেই যন্ত্রণার কথা, দিনের আলোয় সে হয়ে যায় উড়ে বেড়ানো এক সাইবেরীয় কালিম;

ডাকিনীবিদ্যার কলাকৌশল রপ্ত করি, আর প্রস্তুত করি অদৃশ্য বাণ, সেই মন্ত্র বহু বছর পর ভিন্নমতের কোনো পুণ্যাত্মাকে বিদ্ধ করে, কোনো কোনো কথা হঠাৎ ধেয়ে আসা ঝড়ের ন্যায় লোকালয়ে দুর্যোগ ডেকে আনে, গৃহবাসীর মন বেদনায় আকড়ে ধরে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন, আর যে গৃহবিবাগী, তার মনে কোনো দুঃখ আঘাত করতে পারে না, সতত প্রবহমাণ যে বায়ু—তাও পাহাড়ে বাধা পায়, যে তটিনী দুই তীর ভেঙে পথ করে নেয়—সেও গতিপথ পালটায়, চৌষট্টিকলার প্রয়োগে শিবের ন্যায় সিংহপুরুষও কাঁপেন—যেমন ভূমিকম্পে বিপুল ধরণী কম্পমান;

সবচেয়ে অনুগত কেরানির ন্যায় রোজ ভোরে সূর্য ওঠে—কীটের চেয়ে যে জীবনকে মূল্যবান করতে পারেনি; সাধনা পূর্ণ হয়নি বলে খুলির পাশে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে তান্ত্রিক, আততায়ীর গুলি খেয়ে মৃত যুবক ঘুম থেকে জেগে উঠে ভয়ে ভয়ে চারপাশ দেখে—স্বপ্নে যে গুলি লাগে জেগেও সে ব্যথা শরীরে থাকে; এক ঘড়া স্বচ্ছ জলে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়—সেই আদিগন্ত আকাশকে লাথি মারে বালকেরা, আর তারা মনে করে পৃথিবী হচ্ছে একটা লাটিম—যত পারো ঘোরাও; বৃষ্টি হয় না বহুদিন—খরায় পোড়ে ফসলের মাঠ—ইঁদুরেরা মাটির তলায় গড়ে রাজ্যপাট, পাকার আগে ফসলের পাতা খেয়ে সাবাড় করে পঙ্গপাল, ডাস্টবিনে একটা নবজাতক হেসে ওঠে—কাকেরা খাবার মনে করে ঠোকর মারে, যুদ্ধ হলে—সুনামি এলে—খড়ের ন্যায় কুটার ন্যায় ভেসে যায় আশরাফুল মাখলুকাত;

সুগন্ধি ছড়ানো বকুলেরা ঝড়ে গেছে, শান্তির বার্তা বহনকারী পায়রা পরিযায়ী হয়ে গেছে, যে ঝিঁঝি পোকা সম্ভাবনার আলো জ্বালত সে চুপচাপ এই নিদাঘ দিনে; বলির জন্য উৎসর্গ করা পশু রাতে একা একা কাঁদে, সেই কান্না ভক্তের কানে পৌঁছে না; যে রাজকন্যার কোনো কিছুর অভাব নেই, সোনালি মাছের এক নীরব বেদনা তার মনে থেকে থেকে ঘাই মারে; নববধূ বাসরঘরে স্বামীর হাত সরিয়ে গলায় পরে ফাঁসের দড়ি; যে যুবক মহত্তর লক্ষ্যে জীবনবাজি রেখেছিল, স্ত্রী সন্তান সম্পত্তি সুখ পাওয়ার পরও সে নিঃসঙ্গতার গান গায়; হায়েনার তাড়া খেয়ে একটা দলছুট হরিণের ন্যায় একা একা জীবন ধারণ করে প্রতিটি মানুষের মন—সদা সতর্ক—তারপরও হরিণশাবক সেই বিকট প্রাণীর গ্রাস এড়াতে পারে কি?

এক পেয়ালা একাকিত্ব গ্লাসে ঢেলে আসরে বসে তিন বন্ধু, বিষণ্নতার বরফের টুকরো ধীরে ধীরে গলে, তারা বিগত জীবনের কথা বলে, একজন এক আষাঢ়ে এক হাতে ছাতা ফুটিয়ে সাঁতার কেটেছিল, কারণ—তার মনে ছিল এক ইচ্ছা—স্বহনন, সে এটা ভুলতে চেয়েছিল; দ্বিতীয়জন এক কার্তিকে এক দুগ্ধবতী কুকুরের প্রতি কামাসক্ত হয়েছিল, কারণ—সে কোনোদিন চরম পুলক পায়নি; তৃতীয়জন এক গ্রীষ্মে নিজের হাত-পা ভেঙেছিল, কারণ—এই সব অঙ্গ কোনো কাজে লাগাতে পারেনি; আসর শেষে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, জেগে ওঠার পর নৈরাশ্য অন্ধকারে চারপাশ দেখে;

কৃষ্ণের ন্যায় বহুরূপী মানুষ আমি দেখেছি; পাতাবাহারের মতো সৌন্দর্য দেখিয়ে এরা মানুষের মনে ভালোবাসা জাগায়, ভেতরে ভেতরে এদের রূপ বর্ণচোরা প্রাণীর ন্যায় দ্রুত বদলায়, বীরত্ব দেখাতে এরা টিকটিকির

লেজের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় অংশ ফেলে দিতে পারে; অতিকায় এক ভেড়া, তাকেও শেয়াল শাবক আক্রমণ করে; অন্তরাঙ্গ আর বহিরাঙ্গ এই দুই স্রোত মিলেমিশে থাকলে ঝরনা গতি পায়; মাটিতে রস না থাকলে উদ্ভিদ জন্মে না, একটা ভুঁইফোঁড় বীজ অকালে মরে যায়; মানুষের মন সতত এক সম্পাতি, হঠাৎ হঠাৎ উড়াল দেয় পরক্ষণে ডানা পুড়ে যায়;

প্রকৃতির মধ্যে ফুল আর মানুষের মধ্যে প্রেম, এর চেয়ে সুন্দর কিছু পৃথিবীতে আমি দেখিনি; ফুলের মতো প্রেমও ক্ষণস্থায়ী; মানুষের জীবনও কোনো কোনো গাছের আয়ুর সমান; একটা ছোট বকুল গাছ, তাতে ফুল ফুটেছে, সেই পুষ্পের খোঁজে এসেছে প্রজাপতি; গন্ধরাজের পছন্দ না এই কীটকে, কিন্তু, তার ক্ষমতা নেই সে বাধা দেয়, প্রজাপতি মধু খায়, ফুল ক্ষোভ-দুঃখে হয়ে যায় একটা ঘুঘু, সে তখন প্রজাপতিকে খাদ্য হিসেবে গণ্য করে; প্রজাপতি মরে হয়ে যায় একটা বিড়াল, সে তখন ঘুঘুর সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করে, পাখিটা মরে হয়ে যায় শেয়াল, সে তখন বিড়াল কামড়ে বেড়ায়; এই এক চক্র, দুষ্টচক্র, মানুষ সর্বদা খাবি খায়;

পালক ছড়ানো এক ময়ূর দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, বলেছিল—সে আমার সহোদরা, এরপর থেকে সে আমার সহচর, তাঁর খাবারের অভাব হলে সে কাঁদে, আমি হয়তো তখন উড়াল দিচ্ছি নতুন অরণ্যের খোঁজে; তাঁর সঙ্গী চলে গেলে সে কাঁদে, আমি হয়তো তখন গভীর চিন্তায় ধ্যানী বাল্মীকির মতো বসেছি; তাঁর বাচ্চা হারিয়ে গেলে সে কাঁদে, আমি হয়তো তখন কোনো গভীর সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়া জাহাজের হাল ধরে আছি; ক্রন্দসী ময়ূর আমার মুহূর্তগুলো বেদনায় ভরিয়ে দেয়, তাঁর কেবল বর্ষা চাই, কিন্তু ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য এড়াতে পারে না;

আর এক কুকুর আছে কেবল কাঁদে, লোকালয়ে এর চেয়ে করুণ কান্না আমি এর আগে শুনিনি, মুহূর্তে মনটা হু হু করে ওঠে, এই কুকুরের দুঃখটা কী? কেন সে কাঁদে? প্রাচীনকাল থেকে মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি এরা, গুহাযুগে শিকারের খোঁজ দিয়েছে, শত্রুর ঘ্রাণ পেলে সতর্ক করেছে; এই কুকুরের কান্না শুনে পাশের জঙ্গলের কুকুরটাও কাঁদে, এভাবে পৃথিবীর সব কুকুর একযোগে কাঁদে, মানুষের সাধ্য নেই সে কান্নার হেতু বের করে; মানুষ আসলে কাঁদতে পারে না, তার কান্না কুকুরের কান্না হয়;

দুঃখের দিনগুলোতে অনবরত কুয়াশা নামে, শিশির ঝরে, সাদা সাদা অন্ধকার; ঘাস ফড়িংয়ের দল ওড়াউড়ি ভুলে যায়, ফুলেরা সৌন্দর্য

লুকিয়ে রাখে, লজ্জাবতী গাছের পাতারা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে; ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন তাড়া করে মায়েদের, সন্তানেরা ভুলে যায় বাবা-মাকে, ভাইয়ের জন্য বোনেরা কাঁদে; ঘনকালো মেঘ ঢেকে দেয় আকাশের জ্যোতিষ্কগুলো, রঙধনু লুকায় পাহাড়ের আড়ালে, উড়ুক্কু মাছেরা সব জলে ডুবে থাকে; সহস্রাব্দ পার হয়, তবু নতুন ওহি আসে না, বিদ্রোহ ভুলে নীরবে নির্যাতন সহ্য করে আদম সন্তানেরা, বড় বড় গুহার মুখ পাথরে বন্ধের মতো দিনগুলো আটকা পড়ে;

দূর এক দেশে, পাইনবনের পাশে, জিরাফের দল আসে—এমন দৃশ্য দেখে বরফযুগের কোনো যাযাবর ভেবেছিল কোনো এক হাতিয়ার ছোড়ার কথা—এভাবে তৈরি হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম তির-ধনুক; বরফের দেশে সব গলে গেলে তারা পরিযায়ী প্রাণীর মতো নতুন ভূখণ্ডের আশায় বেরিয়েছিল, ক্ষরস্রোতা সুবর্ণরেখা পার হওয়ার জন্য বানিয়েছিল কাঠের খোল; কালে কালে মানুষের মন খুঁজেছে শান্তির ঠিকানা, তখন তো দেশ ছিল না, সীমানা ছিল না, ছিল না কোনো সীমান্তরক্ষী কাঁটাতার; পিতৃপুরুষের মতো আমারও ইচ্ছে করে এই দুর্যোগের জনপদ ছেড়ে ছোট্ট কোনো পাথুরে স্রোতবতীর পাশে নতুন আবাসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি;

গন্তব্যে ছুটে চলা উট, যে পথ ভুলে গেছে, চিৎকার করে মনিবকে ডাকছে, কিন্তু মনিবের সাধ্য নেই উটকে সঠিক পথের সন্ধ্যান দেয়, কারণ মনিবও পথ ভুল করে বহুদূরে চলে গেছে; অমাবশ্যার রাতে নির্জন বন একা পার হওয়া পথিক, যে কিনা মেঘের প্রার্থনা করে, তাঁর আশা মেঘে মেঘে সংঘর্ষ হলে বাজ পড়বে, এতে সে চারপাশটা দেখে সতর্ক হবে, কারণ, তার নিজের কোনো আলো নেই, তাই সে খোঁজে—সর্বনাশা আলো; কুঁজো অথচ পাহাড়ে ওঠার সাধ, কিন্তু, তার সাধ্য নেই, ফলত সে প্রার্থনা করে পাহাড় যেন সমতল হয়;

এক বীণা দেখেছিলাম, নিজে নিজে বাজে; সেই বীণার সুর শুনে মাথায় মণি নিয়ে হাজির হয় বিষধর সাপেরা, গান শেষ হলে তারা চলে যায়, বীণার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে এক জাদুকর, সে ফেলে যাওয়া রত্ন থলেতে ভরে রাখে, এক দিন এক নাগ ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ জেগে দেখে তার মাথার পাথর কেড়ে নিচ্ছে জাদুকর, সাপ দংশন করে আর ছটফট করতে করতে জাদুকর মারা যায়, তার সেই থলে পড়ে থাকে, কেউ তার হদিস জানে না, পরিত্যক্ত এক জনপদে শত শত বছর ধরে সেই থলেটা দেখেছি অবিকল পড়ে থাকতে;

কোনো কোনো বৃক্ষকে দেবতার মতো মনে হয়; হেঁয়ালি কখনো কখনো প্রবাদের মতো সত্য হয়; আশ্চর্য এক বটবৃক্ষ—যার একটি শাখা তমাল, একটি জামরুল, একটি নিম, আরেকটি হরীতকী; বহুরূপী এই গাছ অন্যদের চেয়ে আলাদা, মানুষের মনে তাই তার স্থান দেবতার তুল্য; আর কোনো কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে যায় মহামানবের কাতারে—এ হচ্ছে সেই পাহাড়ের মতো, লাখ লাখ বছর ধরে যে নিজের স্থান একবারও বদলায়নি, তাকে টলাতে পারেনি কোনো ভূমিকম্প বা বজ্র; আবার কোনো কোনো নদী হয়ে যায় দেবীর ন্যায়, মানুষ দেবীর মধ্যে দান ও সহনশীলতা কামনা করে, দেবী না দিলেও শান্ত সুতাং তা দিতে পারে; এভাবে কোনো কোনো সন্ধ্যা মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়, আর কোনো কোনো বাক্য হয়ে যায় কবিতা;

চাতকীর সঙ্গে প্রেম হয়েছিল যুবকের, মেঘের জন্য চাতকীর উল্লম্ফন ভালো লাগেনি, অবহেলা করেছিল যুবক, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিল, চাতকী অভিশাপ দিয়েছিল—চোখে কোনোদিন অশ্রু জমবে না, বৃষ্টিতে ভিজলে শরীরে ফোসকা পড়বে, বীভৎস চেহারা হবে, ধুঁকে ধুঁকে মরবে; যুবক ভালোবেসেছিল তেকুমা ফুলকে, এই ফুল মেঘ হলে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং ঝরে যায়, যুবক ভুলে গিয়েছিল পুরনো কথা, ঝরা তেকুমার শোকে বৃষ্টিতে ভিজেছিল;

সিংহের মুখ থেকে খাবার পড়ে গেলে তা শেয়ালের আহার হতে পারে; ঝকঝকে রোদের সকাল, একটা সবুজ পেঁপের শরীরে হলুদ রঙ ঢুকে পড়ে, আরেকটা হলুদ থেকে কালো হয়ে যায়—সে না চায় আর না পারে এড়াতে; একটা হুদহুদ ঝাউবনের উপর দিয়ে উড়ে যায়, আরেকটা হুদহুদ শিকারির লক্ষ্য হয়; বনের মধ্যে একটা খরগোশ ছানা নৃত্য করে, আরেকটা ভয়ে দৌড় দেয়; একটা মাশরুম সৌন্দর্য জমিয়ে জমিয়ে রাখে, আরেকটা শুকিয়ে যায়; একটা বাদুড় অন্ধকারে ভুল সংকেতে ঢুকে পড়ে খাঁচায়, আরেকটা বাদুড় বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে ঝুলে থাকে; একটা মানুষের দুটো মন—একটা আশা, আরেকটা নিরাশা;

শতবর্ষী তেঁতুল গাছ, কেউ নিকটবর্তী হয় না, অন্ধকারে সে নৃত্য করে, ভুলে সেই গাছের ফল খেয়ে এক উটপাখি ছানা আত্মঘাতী হয়, উটপাখি-পরিবারে নামে শোকের কুয়াশা, সেই গাছকে ঘিরে তৈরি হয় মিথ, যুবতীরা রাজপুত্র বর প্রার্থনা করে, বন্ধ্যা নারীরা চায় সন্তান, যারা যুদ্ধে গিয়েছিল—স্বজনেরা ফিরে আসা কামনা করে; গাছ তো গাছ, লোকের মনস্কামনা পূর্ণ হলে তার খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ে; সেই

তেঁতুল গাছেরও মৃত্যু হয়, ততদিনে তাঁর বীজ থেকে অসংখ্য গাছ গজিয়ে ওঠে, কিন্তু কেউ আর মিথ হতে পারে না;

ধরা যাক এক মহুয়া ফুল, গ্রামের পুকুরের পাশে অগোচরে ফোটে একা একা, ঝোপের আড়ালে সে গাছ কেউ দেখে না; সবার চোখ বট আর কাঠে; নাকে ঘ্রাণ গেলে তারা ভাবে কোনো ফেরেশতা না জানি এসেছে এই গ্রামে; তাদের হৃদয়ে ধর্ম গদগদ করে, পূর্ণিমা রাতে আসমানি মেহমান, সবাই দোয়া-দরুদ পড়ে; দূর গ্রামের এক কৃষাণী এই ফুলের ঘ্রাণ পায়, সে বোঝে একটা মহুয়া ফুটেছে, সে খোঁজে কিন্তু পায় না; সে থাকে ডালিমের গ্রামে আর ফুল ফোটে জামরুল গাঁয়;

সময়ের তিরে বিদ্ধ হলে ফুলের ঘ্রাণ—তরুণীর লাবণ্য—পাহাড়ের উচ্চতা হারিয়ে যায়, নদী শুকিয়ে যায়, প্রেম মরে যায়; গোলাপ তো ঝরে যাবে একদিন, এত এত কাল যে দখিনা বাতাস পরশ দিল তার তবে কী আবেগ? ভোরের আলো যদি ঢেকে যায় মেঘে তবে পাপিয়া কি গাইবে না বন্দনা গান? আমাদের এই মন খারাপের ঋতুতে তুমি আর এসো না; অন্ধ জানে তার হাতে কয়টা চোখ আছে; আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে ঠিকই বলে দিতে পারে সন্ধ্যার পর পূর্বাকাশে কতগুলো জ্যোতিষ্ক ওঠে;

তীর্থযাত্রী দলের কথা মনে পড়ে; বহুদিন পর লোকালয় দেখে যে আনন্দ চোখমুখে ফুটিয়ে তুলেছিল, তা ছিল মায়া; দীর্ঘ খরায় গাছের পাতা ঝরে গেছে, শুকিয়ে গেছে ঝরনা, রোগদুর্ভোগে নিবাসীরা পালিয়ে গেছে, পড়ে আছে শূন্য ঘর, যারা যায়নি—যেতে পারেনি, তাদের কঙ্কালে বাসা বেঁধেছে পতঙ্গদল; তীর্থযাত্রী দল আবার হাঁটা শুরু করে, অন্য কোনো লোকালয়ের আশা তাদের মনে, দলনেতা সকালে বিকালে তাদের ধর্মকথা শোনান, আর শোনান মহামানবেরা কতটা কষ্ট করে সুপথে ফেলে গেছেন পদরেখা; আরেকটা লোকালয় দেখে যাত্রীদল হর্ষধ্বনি দেয়, ঈশ্বরের প্রশংসায় গদগদ করে তাদের মন, দলনেতা সত্যগ্রন্থের প্রতিটি বর্ণ প্রতিটি ঘটনা যে ইশারা তা আবার স্মরণ করিয়ে দেন; কিন্তু অভ্যর্থনার বদলে আক্রমণ করে বসে বর্বর উপত্যকাবাসী, নরমাংসভোজী; অর্ধেক ধরা পড়ে, বাকিরা আবার যাত্রা করে, তাদের অন্তরে অটুট বিশ্বাস, বিশ্বাসের বলেই তারা বেঁচে আছে, ক্ষুধা রোগ অপঘাতে একে একে মারা যায়—আর বেঁচে থাকাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়, সংশয়হীন অন্ধ মূঢ়; ভূমিকম্পে ডুবে যাওয়া দ্বীপের ন্যায়;